11 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫
পৃষ্ঠা ৪৮
রাজধানী

# কেন বেসরকারি স্কুলের, অভিভাবক, অভিজ্ঞ...

গৃহপরিচারিকার পরিবারের জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ করার দাবি মিথুনের

## বিশেষ রচনা

# স্কুল গেটের বাইরে যখন বসে থাকতে হয়

ভাল স্কুলে ভর্তি করতে অসুবিধা হতে পারে অর্থাৎ সীট পাওয়া নাও যেতে পারে এই আশংকায় বাবা-মা বাচ্চাকে গ্রে ক্রসেই ভর্তি করতে আগ্রহী হন। ফলে এই ছোট বাচ্চাকে স্কুলে আনা-নেয়া মাকেই করতে হয়। এছাড়া নিরাপত্তার কারণে সন্তানকে আনা-নেয়া বাবা-মায়েরাই করেন। তবে বাবারা আর কতটুকুইবা সময় দেন বা দিতে পারেন। আসলে মূল দায়িত্বটা তো মায়ের উপর বর্তায়।

তবে যে সব মা বাইরে কাজ করেন না তারা আসা-যাওয়ার খরচ ও সময় বাঁচাতে গিয়ে স্কুলের আশেপাশেই বসে থাকেন। তখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় যদি তার আরেকটি ছোট বাচ্চা থাকে এবং দেখাশোনা করার কেউ না থাকে। আমাদের দেশে পর্যাপ্ত ডে কেয়ার সেন্টার নেই, আবার অতিরিক্ত খরচের কারণে সম্ভব হয় না বাচ্চাকে ডে কেয়ার সেন্টারে রাখা। তাই একজন মাকে বাধ্য হয়ে ছোট বাচ্চাকে নিয়েই ছোটাছুটি করতে হয়। বাচ্চার ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম কিছুই হয় না। এ প্রসঙ্গে লালমাটিয়া হাউসিং সোসাইটি স্কুলে প্রথম শ্রেণীর অবিতার মা জানান, কি আর করা, অবিতার সঙ্গে তিন বছরের বিশাখাকেও স্কুলে নিয়ে আসি। দাঁড়িয়ে করে প্রয়োজনীয় কাপড়, খাবার। সমস্যা হয় তখন, যখন বসে থাকার মত পরিবেশ ও জায়গা পাই না। অনেক সময়, বিশেষ করে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে স্কুলের গেট বন্ধ করে দিলে, অভিভাবকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলে ছোট বাচ্চাকে নিয়ে কাগজ বিছিয়েই ফুটপাতে বসে থাকতে বাধ্য হই। তিনি আরো জানান, কাজ দূরে থাকায় আসা-যাওয়ার সময়-অর্থ দুই বাঁচাতে সমাধানের এই উপায় বেছে নেয়া। প্রিপারেটরি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর সাবআনার মা তাহমিনা জানান, অন্যকথা। তিনি বলেন, আমার স্কুলপড়ুয়া ৯ বছরের মেয়ে টিফিনের সময়ে এসে হলেও একবার আমাকে দেখে যায়। যদি কখনো কোন কারণে দেখা না পায়, তাহলেই শুরু করে দেয় চিৎকার-কান্না। তাই বাধ্য হই ক্লাস শুরু থেকে ছুটির আগ পর্যন্ত বসে থাকতে। সে কারণেই বাড়ি থেকে বের হই মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি নিয়ে। স্কুল চত্বরসহ যখন যেখানে সুযোগ পাই সেখানে বসে পড়ি এবং শিশু সন্তানটির অপেক্ষায়। তবে তারা জানিয়েছেন, তাদের দেশের বিদ্যালয়গুলোর অনেকের কাছেই অনেকটা জেলখানার মতো। এ ব্যাপারে তাঁরা আরো দৌড়বের দিয়ে তাদের এলিমেন্টারি এন্ড সেকেন্ডারি স্কুলের ইতিহাস তুলে ধরেন।

তিনি জানান, ব্রিটেন জেলা সরকারের আওতায় বিদেশী বিদ্যালয়গুলোর মাঝামাঝে একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে। কিন্তু আজও সেই কর্মকর্তারা বিদ্যালয়ে সংস্কার আইনের মাধ্যমে ও যখন যেখে কোন নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো আইনের দৃষ্টিতে তা কোন বিবেচিত হবে না। বিদ্যমান আইনের আওতায় উক্ত বিদ্যালয়গুলো কেবলই অবৈধ করতে পারে যখন যাকে ইচ্ছে। ৫' থেকে '৮' পেতেন এর পরীক্ষা ও শিক্ষা

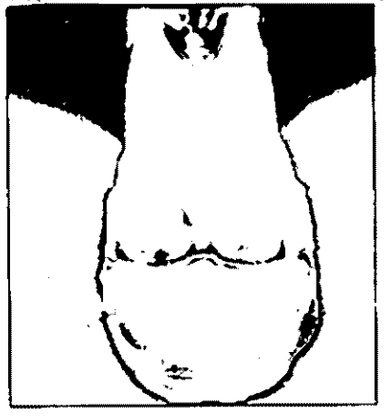

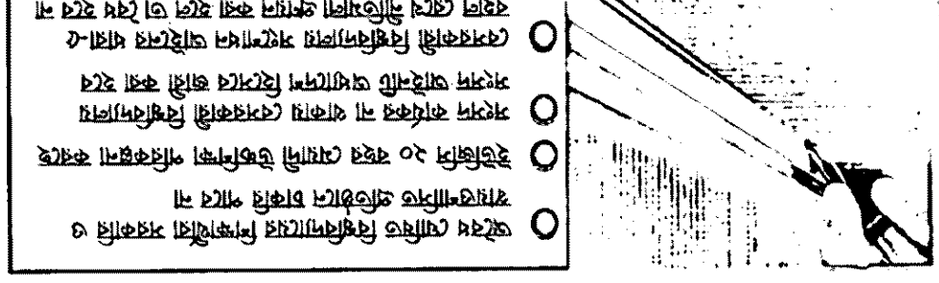

- অবৈধ যেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাবে না
- ইতিহাস ২০ বছর আগেই উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা করেছে
- সংসদ কার্যকর না থাকায় বেসরকারি বিদ্যালয়ের সংসদ আইনটি অধ্যাদেশ হিসেবে জারী করা হবে
- বেসরকারী বিদ্যালয়ে সংস্কার আইনের ধারা-৫ বয়স বেঁধে নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে তা বৈধ হবে না

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম
(ভাষান্তর)

শাসকীয় বিদ্যালয়গুলোর বয়সী ও আসন সংকটের কারণে উচ্চ শিক্ষা এখনো ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্যে বলে বিবেচনা করা হলে আইনেও বিদ্যালয়গুলোকে। শাসকীয় বিদ্যালয়ের অবস্থিতে প্রায় হাজারটি

## চাকরির খবর

পদ: বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি।
যোগ্যতা: এইচএসসি। যোগাযোগ: দৈনিক প্রথম জের, ১১৩/এ-১ লাভ রোড, ডেভলপিং সিটি এলাকা, ঢাকা। শেষ তারিখ ২০ জুন, সূত্র ৫ জুন, ইত্তেফাক।

পদ: ডাক্তার (২)
যোগ্যতা- এমবিবিএস। যোগাযোগ- পল্লী হাসপাতাল, জেলখানার মোড়, ভেলানগর, নরসিংদী। সূত্র- ৫ জুন, ইত্তেফাক।

পদ: নার্স (২)
যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন নার্সিং। যোগাযোগ- ভুলতা জেনারেল হাসপাতাল, ভুলতা গাউছিয়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। সূত্র- ৪ জুন, ইত্তেফাক।

পদ: ফ্রন্ট ডেস্ক অফিসার
যোগ্যতা: গ্রাজুয়েট। যোগাযোগ- কোটেক্স এপিয়ারেলস লিঃ, ৫২ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা। সূত্র ৪ জুন ইত্তেফাক।

পদ: একাউন্ট অফিসার
যোগ্যতা: বিকম ও ৩ বছরের অভিজ্ঞতা। যোগাযোগ- ইস্পাদ অটোস লিঃ, ১২ বিপণন, সি/এ, বোনারগাঁও রোড, ঢাকা। সূত্র: ৪ জুন, ইত্তেফাক।

পদ: রিসিপশনিস্ট
যোগ্যতা: স্নাতক। যোগাযোগ- দি বেঙ্গল ইলেকট্রিক লিঃ, ১৬ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা। সূত্র: ৪ জুন, ইত্তেফাক।

পদ: স্টাফ নার্স
যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন নার্সিং। যোগাযোগ- মানব সম্পদ বিভাগ, এসএসসি, পোস্ট বক্স-১০, টাঙ্গাইল। শেষ তারিখ- ২১ জুন, সূত্র: ৩ জুন, ইত্তেফাক।

পদ: কোর্ডিনেটর